সমকাল

তারিখ: 31 MAR 2015
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

রংপুরে শুরু ৬ এপ্রিল

- ঢাকায় আসতে হবে না শিক্ষকদের
- হয়রানি ও দুর্নীতি কমবে
- অনলাইনে আবেদন

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রথমবারের মতো বিকেন্দ্রীকরণ হলো বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) দেওয়ার সব কার্যক্রম। এ জন্য তাদেরকে আর রাজধানীর শিক্ষা ভবনে আসতে হবে না। প্রাথমিকভাবে রংপুর বিভাগের শিক্ষকদের দিয়েই এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। আগামী ৬ এপ্রিল থেকে রংপুর বিভাগের আট জেলার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত হওয়ার আবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। এসব আবেদন আর ঢাকায় পাঠাতে হবে না। এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষকদের আর কষ্ট করে ঢাকায় আসতে হবে না। হয়রানি ও দুর্নীতির মাত্রা এতে কমে যাবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার এমপিওভুক্তির আবেদনই শিক্ষা ভবনে নিষ্পত্তি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্তের কারণে ৬ এপ্রিল থেকে রংপুরের আট জেলার শিক্ষকদের আর এমপিওভুক্তির আবেদন নিয়ে ঢাকায় আসতে হবে না। এ আট জেলা হলো– রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিহাট। এমপিওভুক্তির কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত থাকায় শিক্ষা ভবনে দালালদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যেত। নতুন উদ্যোগের সুফল শিক্ষকরা পাবেন বলে সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করছেন।

সূত্র জানায়, এর আগে রংপুর অঞ্চলে এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক পাইলটিং করা হয়। শিক্ষকদের যেন রংপুর অফিসেও আসতে না হয় সে জন্য সেখানে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করারও পাইলটিং হয়েছে। এতে এমপিও কার্যক্রম নিয়ে শিক্ষকদের আর ভোগান্তিতে পড়তে হবে না। সহজে নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষক ও কর্মচারীরা আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপে এমপিও নিয়ে অবৈধ অর্থের লেনদেন আর থাকবে না, এক্ষেত্রে আসবে স্বচ্ছতা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) আওতায় আধুনিকায়িত ইএমআইএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম)-এর অধীন 'অনলাইন এমপিও প্রসেসিং মডিউল' ব্যবহার করে গত অর্থবছর থেকেই অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের পাইলটিং করা হয়। এ জন্য শিক্ষকদের www.emis.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আবেদন করতে সে সময় বলা হয়েছিল। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এমপিওভুক্তি বিকেন্দ্রীকরণ ও অনলাইন চালুর জন্য মডিউল তৈরি করেছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। এ প্রকল্প প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে সভাপতি করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে। এ কমিটি অনলাইন মডিউলটি আরও উন্নত করার জন্য কিছু সুপারিশ করে।

এ মডিউলটির বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপরই এটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন সমকালকে বলেন, এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে মাউশির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রংপুর উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রংপুরে সফল হলে পরবর্তীতে অন্যান্য জোনেও এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

রংপুর অঞ্চলের মাউশির উপ-পরিচালক মোস্তাক হাবিব সমকালকে বলেন, এমপিও কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে আমরা নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েছেন এ কার্যালয়ের সবাই।

এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ, শিক্ষক-কর্মচারীদের হয়রানি লাঘব এবং সর্বোপরি সেবার মান গতিশীল করতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি এ উদ্যোগ নিয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশের ৯টি অঞ্চলে মাউশির অফিসগুলোতে এ কার্যক্রম চালু হলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকেই আবেদন ফরম পূরণ করে এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। এতে এমপিও করিয়ে দেওয়ার নাম করে অসাধু চক্রের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া বন্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।